যার হাত আছে তার কাজ নেই
যার কাজ আছে তার ভাত নেই

প্রতিশ্রুতি—আশ্বাস—বিনিময়ে সমর্থন। সবাই বলছে আমরা শুনছি। উন্নত জীবনের প্রয়োজনে — জীবিকার উন্নতি সবার জন্য কাম্য এমন রং বেরঙের প্রচার আজ আমাদের চারপাশে সব্বাই বলছে আমরা শুনছি। তবুও সুস্থ সবল হাত থাকতেও কাজ পায়না। কাজ থাকতেও ভাত পায়না

■ কিন্তু কেন?

কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান বছরের বাজেটে (২০০১-২০০২) উন্নয়নের নামে — সংস্কারের অজুহাতে শ্রমজীবী মানুষের শতাধিক বছরের অর্জিত আইনি ও ন্যায় সঙ্গত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হল। আজ কেন্দ্রীয় আইন করা হল যে যে সব শিল্প সংস্থায় এক হাজার পর্য্যন্ত শ্রমিক, কর্মচারী কাজ করবেন সেই সব সংস্থার ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার করার জন্য মালিকদের আর সরকারী অনুমতি লাগবে না। অর্থাৎ যখন খুশি যেমন খুশি কারখানা তুলে দেওয়ার অবাধ অধিকার দিয়ে দেওয়া হল। কন্ট্রাক্ট প্রথায় শ্রমিক নিয়োগের অবাধ অধিকার, রুগ্ন শিল্প সংস্থা যাতে বিনা বাধায় তুলে দেওয়া যায় তার জন্য 'সিকা' বা বি আই এফ আর তুলে দিয়ে কারখানাগুলির সম্পত্তি পাচার করা এবং চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষণা করা হল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে বিদেশী পন্যের আমদানী শুল্কে ব্যাপক ছাড়, অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পে ও হস্ত শিল্পে কর চাপানোর ফলে দেশীয় পন্য উৎপাদনের কারখানাগুলির ব্যাপকভাবে বন্ধের আশঙ্কা। শ্রমিক কর্মচারীর গচ্ছিত ভবিষ্যৎ অর্থাৎ প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদ দেড় শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হল এবং স্বল্প সঞ্চয়ের জমা অর্থের উপর সুদ কমানো হল। একই সঙ্গে ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির সিদ্ধান্ত এবং সমস্ত সরকারি সংস্থাকেই বে-সরকারিকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

দেশ ও দেশের মানুষের উন্নতির কথা বলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী স্বার্থের কাছে মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা বন্ধক দিয়ে দিচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত ছিটেফোঁটা যেটুক অধিকার অবশিষ্ট ছিল তাও কেড়ে নেওয়ার এমন ধরনের চেষ্টা আগে কখনই ঘটেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি বছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, আগামী পাঁচবছরে দুই শতাংশ হারে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কমানো হবে। কেন্দ্র বিরোধী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক আমরা। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ—জনমুখী প্রশাসন— ইত্যাদির দাবীদার এই রাজ্যের ব্যাতিক্রমী সরকার—ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতায় মেলেনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০০০-২০০১ সালের আর্থিক সমীক্ষাতেই জানানো হয়েছে যে এই রাজ্যে সমগ্র রাষ্ট্রায়ত্তক্ষেত্রের কর্মী সংখ্যা কমছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে কর্মী সংখ্যা ছিল ১৬ লাখ ৬৬ হাজার—এক বছর পরে অর্থাৎ ২০০০ মার্চে দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ১০ হাজার। অর্থাৎ ৫৬ হাজার কম, সরকারী দপ্তরে বা অধিগৃহীত সংস্থার নিয়োগ বন্ধ বা বে-সরকারীকরণ ইত্যাদি সবই রাজ্য সরকার একইভাবে করেছে। ঠিকা প্রথায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন আছে, যে স্থায়ীকরণের কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা যায় না অথচ রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষক-অশিক্ষক/ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী দক্ষ অদক্ষ সবক্ষেত্রেই অবাধ নিয়োগ করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৫৯০০০ বড়, মাঝারি, ছোট কারখানা বন্ধ ও রুগ্ন হয়ে আছে তার তথ্য অনুসন্ধানের ফলে যে ভয়াবহ বাস্তব চিত্র উপস্থিত হয়, তার ভিত্তিতে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে এক গণস্বাক্ষর (৪৫ হাজার স্বাক্ষর) সম্বলিত আবেদন পঃ বঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করা হয়। ঐ আবেদনে প্রধানতঃ দাবী করা হয় বন্ধ রুগ্ন কারখানা খোলার নামে শিল্প ও শ্রমিক উভয়ের সর্বনাশ করে কারখানার জমিতে যে বহুতল বাড়ীর ব্যবসা শুরু হয়েছে তার পরিবর্তে বন্ধ কারখানার পুনরুজ্জীবনে শ্রমিকদের নিজস্ব উদ্যোগকে গুরুত্ব দিতে হবে। এরাজ্যের শ্রমিক দরদী কোনও মন্ত্রীর সময় হয়নি এই গণস্বাক্ষর দাবীপত্র গ্রহণ করার এবং এ বিষয়ে দুটো কথা বলার। সে সময় তারা ব্যস্ত ছিলেন শিল্প পুনর্গঠনের ঢাক পেটানো বিজ্ঞাপন প্রকাশে। রং বেরং-এর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার বোঝানোর চেষ্টা করেছে শিল্পায়নের জোয়ার চলেছে এবং বিপুল কর্মসংস্থানের জোয়ারে এ রাজ্য ভেসে যাচ্ছে।

সরকারি বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে গত ১০ বছরে অনুমোদিত শিল্প প্রকল্প ২৪৭৭ টি আর কর্মসংস্থান — ৪,৫৬,৯০৪।

আসল চিত্র গত ১০ বছরে মোট শিল্পপ্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে ৪৫১টি (অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা - ২০০১)। রাজ্য সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী এক কোটি টাকা বিনিয়োগে ৪ জনের চাকরী হওয়ার কথা। গত ১০ বছরে বাস্তবে রূপায়িত ৪৫১টি প্রকল্পে ১৭,৫৮০.৬৬ কোটি টাকা বিনিয়োগে ৭০,৩২২ জনের বেশী কাজ হয়না। এর থেকে বাদ যাবে বন্ধ কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক যাদের চাকরী গত ১০ বছরে খোয়া গেছে। নীট কর্মসংস্থানের সংখ্যা দাঁড়ায় শূন্য বা নেগেটিভ। সেখানে সাড়ে চার লাখ লোকের কর্মসংস্থানের বিজ্ঞাপন আষাঢ়ে গল্প নয় কি?

জনগণকে শিল্পায়নের গতি বোঝাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলো বিজ্ঞাপনে অথচ রুগ্ন শিল্প পুর্নগঠনে গত ৩টি বাজেটে ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও বাস্তবে একটা টাকাও খরচ হয়নি।

নির্বাচনের মুখে পশ্চিমবঙ্গে 'শিল্প পুনরুজ্জীবন স্কীম ২০০১' ঘোষণা হল। সাত তাড়াতাড়ি —গোটা সাতেক কারখানা খোলার জন্য ১৫ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলা হলেও আইনী জটিলতায় তাও দেওয়া গেল না। শুধু বিজ্ঞাপনের প্রচারে সীমাবদ্ধ রইল।

■ এমনটা কেন হয়?

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা নাগরিক মঞ্চ বহুদিন ধরেই দাবী জানিয়ে এসেছে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য কারখানা না খোলা পর্য্যন্ত সরকার থেকে ভাতা দেওয়া হোক। অবশেষে সরকারের ঘুম ভাঙে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে এই ভাতা প্রকল্প প্রবর্তন হয় মাসিক ৫০০ টাকা হারে। অন্যান্য বছরের মতো এই বছর এর জন্য বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এই ভাতা সম্পর্কিত যে তথ্য প্রকাশ হয়েছে সরকারী পুস্তিকায়, দেখা যাচ্ছে যে ৫০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২০ কোটি ২ লক্ষ টাকা ভাতার জন্য খরচ করা হচ্ছে। বাকী টাকা কোথায় গেল?

■ বন্ধ কারখানা খোলা ও পুনরুজ্জীবন

একের পর এক বন্ধ কারখানা খুলে সরকার না কি শিল্পায়নের জোয়ার এনেছেন। আমাদের প্রশ্ন ঃ

পশ্চিমবঙ্গে যে ৫৯০০০ বড়, মাঝারী ও ছোট কারখানা বন্ধ ও রুগ্ন হয়ে আছে সেগুলি চালু করার জন্য সরকার প্রাথমিক অনুসন্ধান আদৌ কিছু করছেন কি? সংকট তো শুধু টাকার নয়, সংকট বাজার, কাঁচামালের, প্রযুক্তির ও পরিচালন দক্ষতার। আমরা এ কথা বলি না যে সব কারখানা খোলা বা সব শিল্প পুনরুজ্জীবন সম্ভব। ১৯৯২ সালে আমরা বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যে সব শিল্প খোলা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য একটি প্যাকেজ করা হোক বকেয়া মেটানো এবং পুর্নবাসনের জন্য। লোক দেখানোর জন্য নির্বাচনের আগে কয়েকটি কারখানা খুলে কিছুদিন চালানোই কি তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা প্রমাণ করে? আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারের ঘুম ভাঙেনি।

- ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাইকোর্ট মারফৎ ন্যাশনাল ট্যানারি কেনেন তাকে চাঙ্গা করার জন্য। অথচ আজ পর্যন্ত কারখানাটি খোলা হল না। না পেল শ্রমিকেরা তাদের মাইনে না হল শিল্পের পুনরুজ্জীবন! কেন?
- ইন্দো জাপান স্টীলের মতন কারখানা খোলার জন্য সেখানকার শ্রমিকদের উদ্যোগে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সরকারের কাছে পুনরুজ্জীবনের জন্য। বারংবার আবেদন জানানো সত্বেও প্রস্তাবটিতে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন?
- ১৯৯৯ সালে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পুনরুজ্জীবনের বিকল্প সন্ধানে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি। বিপুল তথ্যসন্ধান ও ক্ষেত্র সমীক্ষার পরে যেসব বিকল্প প্রস্তাব এই বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের রিপোর্টে পেশ করেন তার মধ্যে ছিল ইন্দোজাপানের মতন কারখানার শ্রমিকদের নিজস্ব উদ্যোগে পুনরুজ্জীবন প্রকল্প, ছিল কাগজ ও পাটশিল্প পুনরুজ্জীবনে নতুন প্রযুক্তি নির্ভর এক অভিনব প্রস্তাব। ১৯৯৯ সেপ্টেম্বর মাসে এই রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয় আলোচনার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারের কোন প্রতিক্রিয়া জানা গেল না। এখনো সরকারের হুঁশ হল না কেন?
- ১৯৯৭ সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দীর্ঘ বন্ধের পর কোলে বিস্কুট কারখানা খোলার উদ্বোধন করলেন। অথচ একদিন নাম মাত্র উৎপাদন করে কারখানা বন্ধ হল। না পেয়েছে শ্রমিকেরা তাদের মাইনে না খুলেছে কারখানা—কিন্তু কেন?
- শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার নানারকম ছাড় ও ভরতুকি দিচ্ছেন বলে বড় গলায় ঘোষণা করেছেন, যেমন ঋণশোধে মূলধন ও সুদের ওপর ছাড়, বিদ্যুৎ শুল্ক ছাড়, বকেয়া সেল্‌স ট্যাক্স ও ট্যাক্স দেওয়ার সময়সূচী পরিবর্তন ও ছাড় ইত্যাদি। কিন্তু সরকার জানেন কি কতগুলি বন্ধ রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে এই সব ছাড় এবং ভর্তুকি মালিকের পকেট ভর্তি করেছে। শ্রমিকদের বকেয়াও মেটেনি, কারখানা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও হয়নি। পকেট ভর্তি করে মালিকেরা চম্পট দিয়েছে সরকারী সুরক্ষায়। শিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন?

অতএব লোক দেখানো শিল্প পুনর্গঠনের ঢোলপেটানো ও রঙবেরঙের তথ্যের কারচুপিকে অগ্রাহ্য করে আমরা চাই প্রকৃত শিল্পায়নের জন্য গণচেতনা ও গণসংগ্রাম। আমাদের আশু দাবী পেশ করেছি সরকারের কাছে (গণ দরখাস্ত সমেত) ঃ

১। **শুধু বাজেটে টাকা বরাদ্দ নয়, সম্ভাব্য শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য সেই টাকা খরচ করতে হবে।**

২। **শিল্পায়নের নামে নতুন কারখানা গড়ার আগে জমি, শেড ও দক্ষ শ্রমিক ব্যবহার করে বন্ধ রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।**

৩। **বন্ধ কারখানার জমিতে বহুতল বাড়ী বা স্বাস্থ্যব্যবসা নয়, শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিতে হবে।**

৪। **শিল্প পুনরুজ্জীবনে শ্রমিকদের উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে।**

৫। **বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের কেবল ভাতা নয়, পাশাপাশি কারখানা খোলার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।**

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শিল্প পুনরুজ্জীবনের আমাদের এই কর্মসূচীতে পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষই সামিল হবেন।

১ মে, ২০০১

নাগরিক মঞ্চ
ও সহযোগী সংস্থাগুলি

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে অমিয় ব্যানার্জি কতৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড কোলকাতা ৭০০ ০৮৫ রুম ৭ থেকে প্রকাশিত এবং "অনিশা" ১৩২ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড কোলকাতা ৭০০ ০৮৫ হইতে মুদ্রিত।